ইসলাম যেখানে অধিকারচ্যুত

উইঘুর ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের ওপর
চীনাদের নির্যাতন

Page 5 to page 12 with references

ইমাম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের ওপর কঠোর প্রতিবন্ধকতা আরোপ এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করার পরও চীন সরকার (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) চরম অভিযান অব্যাহত রেখেছে, যাতে উইঘুরের লোকেরা ইসলামের নূন্যতম ইবাদতও করতে না পারে। তারা এ লক্ষ্যে অন্যায্য নীতি-প্রণয়ন করেছে এবং কার্যত শিক্ষার সবক্ষেত্রেই ধর্মীয় শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে; উইঘুর শিশুদের প্রচলিত ইসলামী নামের (যেমন : মুহাম্মাদ এবং মদীনা) ব্যবহারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ,[1] উইঘুর পুরুষদের লম্বা দাড়ি রাখা এবং মহিলাদের মাথায় হিজাব পরাকে নিষিদ্ধ করেছে,[2] হালাল-বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে, যাতে খাদ্য ও অন্যান্য বস্তুতে হালাল-হারামের কোনো লেবেল না থাকে,[3] সরকারের অনুমতি ছাড়া হজ করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে[4] এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে চরমপন্থী কাজ বলে অভিহিত করেছে যা কিনা জাতিসংঘের একদল স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞরা সম্পূর্ণ নাকচ করার আহ্বান জানিয়েছেন।[5]

ইদানিং সরকারপন্থী কর্তব্যক্তিরা ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্টভাবে অপমান-অপদস্থ করতে শুরু করেছে। এতে তারা তাদের জোর করে প্রকাশ্যে নাচতে বাধ্য করছে অথবা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে, যেমন, চাইনিজ কমিউনিষ্ট পার্টি (CCP)-এর

---

[1] জেবিয়ের হামানডেয, ‘চীন সরকার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় শিশুদের নামকরণে ‘মুহাম্মাদ’ এবং ‘জিহাদ’ শব্দ দুটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে,’ নিউইয়র্ক টাইমস, এপ্রিল ২৫, ২০১৭, muslim-names-muhammad-jihad.html.

[2] Article 9(8), ⿻⿻维吾尔⿻⿻区去⿻④化⿻例 [XUAR Regulations on De-Extremification], passed March 29, 2017, effective April 1, 2017, www.xjpcsc.gov.cn/article/225/lfgz.html.

[3] লিলি কুইও, ‘চাইনিজ সরকার জিংযিয়াং-এ ‘এন্টি-হালাল’ অভিযান শুরু করেছে,’ দি গার্ডিয়ান, অক্টোবর ১০, ২০১৮; https:// www.theguardian.com/world/ 2018/oct/10/chinese-authorities-launch-anti-halal-crackdown-in-xinji

[4] 中华人Ḙ共和国国务変令 [Religious Affairs Regulations], Article 70, amended June 14, 2017, effective February 1, 2018, http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/07/content_5223282.htm.

[5] UN Special Procedures Joint Other Letter to China, OL CHN 21/2018, November 12, 2018, spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoad PublicCommunicationFile?gId=24182.

প্রশংসায় গান গাইতে বলা হচ্ছে।[6] এই প্রতিবেদনে একজন ইমামের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে যেখানে তিনি এসব অপকর্মের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং বলেছেন, ২০১৪ সালে তাকে এবং আরও কয়েকশ ইমামকে জোর করে এথলেটদের পোশাক পরে পাবলিক মঞ্চে নাচতে বাধ্য করা হয়েছে।

এসব ঘটনা সাংবাদিক, গবেষক এবং বিজ্ঞজনেরা লিপিবদ্ধ করেছেন। তারা দেখিয়েছেন, চীনের সরকারী নীতিমালা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে ইসলামের মূল আচার-আচরণ ও অভিব্যক্তিগুলোকে সমূলে বিনষ্ট করে ফেলা সম্ভব হয়। এ ব্যাপারে চীনের কর্তব্যক্তিরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যা হোক, তারা নিশ্চিত করতে চায়, পূর্ব-তুর্কিস্তানে ইসলামী কালচার অব্যহত থাকুক, যাতে স্বাভাবিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি সম্মানবোধে সরকারের তথাকথিত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যায়।[7] সরকার দম্ভ ভরে বলে, উদাহরণস্বরূপ, তারা প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে ধর্মীয় ব্যক্তিদের শিক্ষা ও চর্চায় শক্তিশালী করছে।[8] কিন্তু কার্যত এসব প্রশিক্ষণকেন্দ্র দীর্ঘকাল ধরেই ইমাম এবং তাদের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।[9] মিডিয়ায় উইঘুরদের ধর্মীয় যে কোনো অভিব্যক্তিকেই অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা হয়; এসব তথ্য-প্রচারে এবং আরও অনেক স্থানেই দলের আদর্শ ও নীতির কথা তুলে ধরতে মিথ্যা ও বানোয়াট ঘটনার অবতারণা করা হয়। উইঘুর মুসলিমদের ইসলাম-চর্চা এখন কেবল একটি খোলস মাত্র—স্বাধীনভাবে যারা ইসলাম চর্চা করে, তাদের তুলনায় তা প্রায় অনুল্লেখ্য।

চীন-সরকার এখন প্রভাবশালী ও বিজ্ঞ উইঘুর মুসলিম এবং তুর্কী ধর্মীয় ব্যক্তিদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে যাতে পূর্ব তুর্কিস্তানে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট ধর্মীয় জ্ঞান পৌঁছতে না পারে। এজন্য সামগ্রিকভাবে ইসলামী কার্যক্রমকে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। আঠারো বছরের অধিক মুসলিমদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মসজিদে সরকার-মনোনীত ইমামের পেছনে নামায আদায় করতে হয়;

---

[6] এক্সপ্রেস ট্রিবুন, 'ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ : জিংযিয়াং অঞ্চলে চীনা ইমামদের জোর করে নাচতে বাধ্য করা হয়,' এপ্রিল ১৮, ২০১৫, www.tribune.com.pk/story/871879/suppressing-religious-freedoms-chinese-imams-forced-to-dance-in-xinjiang-region/. আরও দেখুন Sounding Islam in China, *"Imams dancing to 'Little Apple' in Uch Turpan, Xinjiang,"* March 25, 2015, soundislamchina.org/?p=1053

[7] আর্টিক্যাল ৩৬, পিআরসি সংবিধানে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র নাগরিকদের স্বাভাবিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ড রক্ষা করবে,' যা ধর্মবিষয়ক নীতিমালা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে 'স্বাভাবিক' শব্দটিকে সংবিধান সমর্থিত ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হিসেবে খুবই চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ব্যক্তির ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের দীর্ঘ তালিকাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

[8] Xinhua, *"Fact Check: Lies on Xinjiang-related issues versus the truth,"* February 5, 2021, http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/05/c_ 139723816.htm.

[9] দেখুন Uyghur Human Rights Project, *"Sacred Right Defiled: China's iron fisted repression of Uyghur religious freedom,"* April 30, 2013, pp. 29-35, https://docs.uhrp.org/Sacred-RightDefiled-Chinas-Iron-Fisted-Repression-of-Uyghur-Religious-Freedom.pdf.

পাশাপাশি বাড়িতে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু সরকার-স্বীকৃত ধর্মীয় স্থাপনাও ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে চীন-সরকার এক প্রজন্মের ধর্মীয় রীতিনীতিকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। এ প্রেক্ষিতে সরকারের এসব নীতির কারণে—অসম্ভব নয়—অদূর ভবিষ্যতে উইঘুর মুসলিমরা নূন্যতম ধর্মীয় অভিব্যক্তি (সালাম বিনিময় ইত্যাদি) প্রকাশ করতেও ব্যর্থ হবে।

উইঘুর এবং তুর্কী লোকজনকে লক্ষ্য করে পরিচালিত এখনকার অভিযান মূলত পূর্ব তুর্কিস্তানের অতীত সাংস্কৃতিক বিপ্লব (১৯৬৬-৭৬)-এর ভয়াবহ আগ্রাসনকেই মনে করিয়ে দেয়।[10] এই দুই ভিন্ন যুগের দমন-নিপীড়নের নীতি ও ধরনে যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে দমন-নিপীড়নের মাত্রা ও ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে এখনকার অভিযানসমূহ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বিশেষ করে অতিসূক্ষ্ম প্রযুক্তির ব্যবহার যা কিনা ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বলয়েও অনুপ্রবেশ ও অপরাধ সনাক্ত করতে পারে। পূর্ব তুর্কিস্তানের তুর্কি লোকজন শতাব্দির ভয়াবহ সময় পার করছে; আর উইঘুরের ধর্মীয় ব্যক্তিরা এই দমননীতির ধকল সহ্য করতেই যেন জন্মগ্রহণ করেছেন !

***

চীন সরকার ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণসহ উইঘুর মুসলিমদের মূল পরিচয় মুছে দিতে দমন-অভিযানকে আরও প্রশস্ত করেছে যা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে গণহত্যাকে উস্কে দিয়েছে।[11] গত তিন বছর ধরে বন্দী-শিবিরগুলো বন্ধ এবং উইঘুর মুসলিমদের অধিকারকে সম্মান করার আহ্বানের বিপরীতে চীন সরকার দমন-অভিযান দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছে এবং তাদের গৃহিত নীতিকে 'সম্পূর্ণ সঠিক' বলে দাবি

[10] জেমস মিলওয়ার্ড, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় পূর্ব ত,র্কিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি লেখেন, 'কুরআন পুড়িয়ে দেওয়া হয়, মসজিদ, মাজার, মাদরাসা এবং মুসলিম কবরস্থান বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এগুলোর অবমাননা করা হয়; নন-হ্যান বুদ্ধিবীবী এবং ধর্মীয় পণ্ডিতদের বিভিন্ন প্যারেড ও সভায় অপদস্থ করা হয়; স্থানীয় পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়; নারীদের লম্বা চুল প্রকাশ্যে কেটে দেওয়া হয়, যা কিনা এখন পূর্ব তূকিস্তানে ঘটছে। See James Millward, *Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang* (New York: Columbia University Press, 2007), p. 275.

[11] যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং নেদারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানরা উইঘুরবাসীদের বিরুদ্ধে চীন সরকারের গৃহিত পদক্ষেপসমূহকে গণহত্যা বলে সাব্যস্ত করেছেন। এ বিষয়ে আরও অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালনা করা হলেও বিশেষজ্ঞগণ একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। দেখুন Newlines Institute, *"The Uyghur Genocide: An Examination of China's Breaches of the 1948 Genocide Convention,"* March 8, 2021, https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breachesof-the-1948-genocide-convention/; and BBC, *"Uighurs: Credible case' China carrying out genocide,"* February 8, 2021, https://www.bbc.com/news/uk-55973215.

করছে।[12] তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও চীনের কর্তব্যক্তিরা এ দমন-অভিযানকে আরও জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছে। এর সত্যতা হচ্ছে, নতুন নতুন বন্দী-শিবির তৈরি[13] এবং ব্যাপকহারে জোরদবস্তি শ্রমিক নিয়োগ।[14]

কার্যত আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে খুব সামান্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাদের সমালোচনার ধারও হালকা—যদি সম্পূর্ণ ভোঁতা ধরা না হয়। অথচ সবদেশের সরকারেরই উচিত ছিল, এসব অপকর্মের খবর জোরেশোরে প্রচার-প্রসার করা। তবে চীন-সরকার ঠিকই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে—অবশ্য নিজেদের রক্ষা করতেই—তারা প্রকাশ্যে এসব অপকর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে ঘোষণা করছে। তবে একই ভাবধারার সরকারও এ ব্যাপারে সম্যক অবহিত যে, এসব কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রাখা এবং একই সঙ্গে এগুলোকে নির্যাতন সাব্যস্ত করার মধ্যে যোগসূত্র রাখাও জরুরী।

II. উৎস এবং প্রক্রিয়া

এই প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে পূর্ব তুর্কিস্তানের সংবাদ সংগ্রহে কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটি এমন এক পরিবেশ, অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় যেখানে গবেষক, সাংবাদিক এবং আইনজীবীদের প্রবেশাধিকার খুবই সীমিত।

যা হোক, আমরা পূর্ব তুর্কিস্তানের ১৯৬০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বসবাসরত অনেক উইঘুর ইমাম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন ঘটনা জমা করেছি, যারা চীন সরকারের হাতে সরাসরি নির্যাতিত হয়েছেন। সুতরাং এই প্রতিবেদনে উইঘুর মুসলিম নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি চীন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। আমরা এসব ইমাম সাহেবদের কেন্দ্র করেই আমাদের প্রতিবেদন বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি, কারণ তাদের ভাগ্যই সাম্প্রতিক জোরপূর্বক আত্মীকরণে চীন সরকারের উদ্দেশ্য ও দূরভিসন্ধির প্রতিফলন, যা শুরু হয়েছিল আনুমানিক ২০১৪ সালে।

---

[12] দেখুন Isaac Yee and Griffiths, James, *"China's President Xi says Xinjiang policies 'completely correct' amid growing international criticism,"* CNN, September 27, 2020; https://www.cnn.com/2020/09/27/asia/china-xi-jinping-xinjiang-intl-hnk/index.html

[13] Megha Rajagopalan, Alison Killing, and Christo Buschek, *"China Secretly Built A Vast New Infrastructure To Imprison Muslims," Buzzfeed News*, August 27, 2020, https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-new-internment-camps-xinjianguighurs-muslim

[14] Amy Lehr and Efthimia Maria Bechrakis, *"Connecting the Dots in Xinjiang: Forced Labor, Forced Assimilation, and Westerrn Supply Chains," Center for Strategic and International Studies*, October 16, 2019, https://www.csis.org/analysis/connecting-dots-xinjiang-forced-labor-forcedassimilation-and-western-supply-chains.

উইঘুর মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এই প্রতিবেদনের মূখ্য বিষয় নয়। গত কয়েক দশক ধরে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের ওপর চীন সরকারের তৎপরতা চিহ্নিত করাও এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য নয়; এমনকি এতে বিস্তারিতভাবে উইঘুরদের ওপর ইসলামের প্রভাবও আলোচনা করা হয়নি—যদিও এসব এ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। সময়ের পালাবদলে উইঘুর ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিদের ওপর আরোপিত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে কেন্দ্র করেই এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। অধিকন্তু, এর আরেকটি প্রচেষ্টা হচ্ছে, সাধারণ মুসলিম, বিশেষ করে প্রসিদ্ধ ধর্মীয় ব্যক্তিদের ওপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা—এই নির্যাতনের প্রকৃতি ও মাত্রা কেমন এবং এর পরিণতিতে উইঘুর এবং অন্যান্য অঞ্চলে এর প্রভাব বিশ্লেষণ।

এই প্রতিবদনে আরেকটি ধাঁধার মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে যা গবেষক, কর্মী, সাংবাদিক এবং সরকারপ্রধানরা জানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন—বিশেষ করে ২০১৬ সালের পর, যখন থেকে সেখানকার তথ্য-উপাত্ত লাভ করাই কঠিন হয়ে পড়ে। এই ধাঁধা হয়তো কখনোই পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। তবে আশা করা যায়, আমাদের এই প্রতিবেদন পূর্ব তুর্কিস্তানে বসবাসরত উইঘুর এবং অন্যান্য তুর্কি মুসলিমদের বাস্তব জীবনের সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

আমরা আগষ্ট ২০০০ থেকে নভেম্বর ২০০০ পর্যন্ত পাঁচটি টেলিফোন-সাক্ষাৎকার নিতে সক্ষম হয়েছি। এসব সাক্ষাৎ-প্রদানকারীদের মধ্যে পূর্ব তুর্কিস্তানের চারজন ইমাম রয়েছেন; আরেকজন কারাবন্দী ইমাম-পরিবারের সদস্য। এসব ব্যক্তিরা পূর্ব তুর্কিস্তানে সরকারী-বেসরকারী মসজিদে কর্মরত ছিলেন এবং এখন তারা দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। আমরা তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাদের পরিচয় গোপন রেখে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি; তারা প্রকাশ্যে কথা বলায় প্রতি-আক্রমণেরও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

নির্যাতিত ও কারবন্দীদের তালিকা তৈরিতে আমরা চারটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি : (১) দি উইঘুর ট্রান্সজিশনাল জাস্টিস ডাটাবেস (UTJD);[15] (২) দি জিংযিয়াং ভিকটিমস ডাটাবেস (Shahit.biz);[16] (৩) অভিবাসী উইঘুর বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক আব্দুভেলি আইয়ূপ-এর তৈরি ডাটাবেস[17] এবং (৪) অনলাইন

[15] Uyghur Transitional Justice Database: www.utjd.org.
[16] Xinjiang Victims Database: https://www.shahit.biz/eng.
[17] ২০১৮ সাল থেকে বিভিন্ন প্রকাশ্য ও গোপনীয় সূত্রের মাধ্যমে উইঘুর বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক আব্দুভেলি আইয়ূপ আটককৃত ইমামদের একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করতে সক্ষম হন। এসব সূত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে সরাসরি যোগাযোগ, ফাঁস হয়ে যাওয়া নথিপত্র (যেমন কিনা 'কারাকাশ তালিকা' এবং 'আকসু তালিকা') এবং চাইনিজ

মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রাপ্ত তথ্যাদি।[18] এই প্রতিবেদন তৈরিতে কেস-স্টাডি এবং প্রক্রিয়াগত অবলম্বন সম্পর্কে সেকশন III-এ আরও তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে।

পরিভাষা সম্পর্কে নোট

ইসলামে একজন ইমাম মসজিদে নামাযের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তবে তারা স্থানীয়ভাবে আরও অনেক দায়িত্বও পালন করতে পারেন। এই প্রতিবেদনে 'ইমাম' শব্দটিকে একটু বড় পরিসরে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে ইমাম মানে উইঘুর মুসলিম সমাজে এমনসব ধর্মীয় ব্যক্তিদের বিবেচনা করা হয়েছে যারা সরকার কর্তৃক মনোনীত; যারা ইমাম হিসেবে পরিচিত, কিন্তু তাদের সরকারি কোনো স্বীকৃতি নেই এবং যারা পরিবারের বাইরে ধর্মীয় শিক্ষা (কিংবা নামাযে ইমামতি)-এর কাজে নিয়োজিত।

অধিকন্তু ইমামের সঙ্গে খতীব, তালিব এবং মোল্লাদের বিবেচনা করা হয়েছে। একজন খতীব স্বভাবতই একজন ইমাম যিনি জুমুআ কিংবা ঈদের নামাযে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন; আর তালিব মানে ধর্মীয় ছাত্র। আমরা এখানে তালিবদেরও সংযুক্ত করেছি, কারণ তারাই ইমাম হিসেবে গড়ে ওঠে, যদিও নির্যাতিতদের তালিকায় তাদের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের তথ্য-উপাত্তে 'মোল্লা' শব্দটি খুবই নমনীয় শ্রেণির, কারণ উইঘুর সমাজে কাউকে 'মোল্লা' হিসেবে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে যোগ্যতার নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি নেই। এলকে স্পাইসেন্স যেমন বলেছেন, 'সাধারণভাবে উইঘুর মোল্লা হচ্ছেন একজন মুসলিম আলেম যার ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রয়েছে এবং সমাজে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় কর্তৃত্ব করারও অধিকার রাখেন।'[19] এখানে সংকলকগণ এমন কিছু ব্যক্তিদের সংযুক্ত করেছেন যাদের 'দামোল্লা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে—তারা পরিণত ইসলামী বিশেষজ্ঞ এবং অন্যদের ইসলামী বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলারও যোগ্যতা রয়েছে; জিংযিয়াং-এর সর্বত্র ছাত্ররা তাদের নিকটই বেশি ভিড় করে থাকে।[20] অনেকক্ষেত্রে সাক্ষাৎ গ্রহণকারীর শায়েখ শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। তারা মূলত উইঘুরের বিজ্ঞ ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ, অথবা কোনো সূফী দলের নেতা, কিংবা কোনো মাজারের কর্তৃত্বশীল

সকরকারের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত। নরওয়েতে প্রতিষ্ঠিত তার নিজ সংঘঠন, উইঘুর ইয়ারডেম, ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে মে ২০২০ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে বসবাসরত অনেক উইঘুর মুসলিমদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এভাবে তিনি আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ৪৫৭৭ জনের একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেন।

[18] এসব সূত্রসমুহের মধ্যে রয়েছে চাইনিজ রাজনৈতিক বন্দীদের তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক কংগ্রেশনাল এক্সিকিউটিভ কমিশন, সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত প্রতিবেদনসমূহ এবং অন্যান্য মিডিয়া।

[19] Spiessens, *"Diasporic Lives of Uyghur Mollas,"* p. 279.

[20] প্রাগুক্ত।

ব্যক্তি। এই প্রতিবেদনে প্রায়ই ধর্মীয় নেতা, ধর্মীয় ব্যক্তি এবং ইমাম শব্দত্রয় একই অর্থ—বিভিন্ন শ্রেণির এই জনগোষ্ঠী—বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

উইঘুর মুসলিম মহিলারাও সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে। তারা 'বুবি' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করে; যারা মূলত মৃতের জন্য শোককারী হিসেবে কাজ করে। তারা বাড়িতে চিকিৎসা প্রদান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াতও করে থাকে।[21] বুবি—কিছু এলাকায় কাসমাক নামে পরিচিত— এবং তারা মহিলাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও নেতৃত্ব দেয়। সাধারণত তারা মৃতের জন্য শোকানুষ্ঠান এবং নৈমিত্তিক খাতেমা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। এসময় তারা বিশেষ ধরনের যিকর ও কুরআন তিলাওয়াত করে। বুবি'রা কখনো কখনো স্থানীয় শিশুদের প্রাথমকি ধর্মীয় জ্ঞানও শিক্ষা দিয়ে থাকে। যদিও আমাদের প্রতিবেদনে কারাবন্দী ও নির্যাতিত কোনো উইঘুর বুবি'র ঘটনা সংযুক্ত করা হয়নি, তবে এটি খুবই স্বাভাবিক যে, চীন সরকার তাদেরকেও নির্যাতনের জন্য লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। ধর্মীয় ব্যক্তিদের মতো তাদের ওপরও নির্যাতনের খড়গ চালানো হয়েছে। আমাদের তথ্য-উপাত্তে তেইশজন মহিলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাদের অনেকে হয়তো বুবি হিসেবে কাজ করেছে।

সরকারী নীতিমালা কীভাবে সুনির্দিষ্টভাবে উইঘুর ধর্মীয় ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে, এই প্রতিবেদনে তা প্রতিফলিত হয়েছে। এতদসঙ্গে এটিও আলোচনা করা হয়েছে যে, তুর্কি এবং এ অঞ্চলের অন্যান্য মুসলিমদের জীবনেও এসব নীতিমালার প্রভাব পড়েছে। এখানে তুর্কি লোকজন দ্বারা কেবলমাত্র উইঘুরবাসীদেরই নয়, বরং কাযাখ, কিরগিজ, উজবেক বেং তাতার (যদিও শেষ দুটি অঞ্চলে বসতি অনেক কম)-বাসীদেরও বোঝানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের তথ্য-উপাত্তে কাযাখের আটককৃত লোকজন মাত্র ১৮%; তারা মোট জনসংখ্যার ৭% এবং এ অঞ্চলে তুর্কি জনসংখ্যার ১২%।[22]

আমরা এখানে 'আটক' অথবা 'আটক অবস্থা' বলতে ওইসব লোকদের বুঝিয়েছি যাদের জোর করে ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। চীন সরকার এটিকে 'পুনঃশিক্ষা' অথবা 'কারিগরি শিক্ষা' কেন্দ্র বলে থাকে, যদিও এতে তাদের দমনমূলক

[21] Harris Rachel and Yasin Muhpul. *"Music of the Uyghurs," In The Turks*, Vol.6. (Istanbul: Yeni Turkiye Publications, 2002), pp. 542-49.

[22] প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তে কাযাখ ইমামের হার বেশি। কাযাখ হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন-এর কাজের কারণে বিষয়টি এমন হতে পারে। এর মূল হচ্ছে আলমাতিতে। সেখান থেকেই বহুলাংশে পূর্ব তুর্কিস্তানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাযাখ ইমামদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। Shahit.biz ডাটাবেসে আতাযুরতের যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে কাযাখদের সংখ্যাই বেশি। আর একই ডাটাবেস এই প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

কর্মকাণ্ডের সুসস্পষ্ট প্রমানাদি রয়েছে। এই নেটওয়ার্কের আওতায় সকল কার্যক্রম একরকম নয়—প্রামাণিক তথ্যমতে, উইঘুর এবং অন্যান্যদের আটক করার বিভিন্ন ধরন রয়েছে, তারা যে আচরণের মুখোমুখি হয়, প্রশিক্ষণার্থীদের মুক্তি পাওয়ার সক্ষমতা এবং কতদিন তাদের সেখানে থাকতে হবে—এর বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে।[23] তবে এসব আটকের ক্ষেত্রে কঠোর দমনমূলক আচরণই কার্যত মূল ভূমিকা রাখে। আমরা এখানে আটককৃত ধর্মীয় ব্যক্তি এবং আটকের পর যাদের শাস্তি হিসেবে জেল হয়েছে, তাদের আলাদা করে বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয় ক্যাটাগরির ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে 'কারাবন্দী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদন কারা পাঠ করবে?

এই প্রতিবেদনটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের জন্য পাঠ করা জরুরী : সরকারী নীতি-নির্ধারণী মহল যারা উইঘুর মুসলিমদের মৌলিক মানবাধিকার লঙঘনে চীনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আগ্রহী; একাডেমিক জনগোষ্ঠী যারা গবেষণা-পরিমণ্ডলে এই অঞ্চলকে ক্রমাগত পরিহার করে চলছে; উইঘুর অভিবাসীরা যারা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে লক্ষ্য করছে, দিন দিন তাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ আরও ভয়াবহ অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে; পুরো পৃথিবীর মুসলিম জনগোষ্ঠী—এবং ধর্মীয় সংঘঠনের সদস্যরা—যারা বিশ্বাসের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং সবাইকে এক ও অভিন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী; এবং সাধারণ মানুষ যারা ধর্মবিশ্বাসের কারণে কাউকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা এবং সমাজে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যরে প্রতীক ধর্মীয় নেতাদের নির্যাতন করাকে ঘৃণা করে ।

III. আটককৃত ধর্মীয় ব্যক্তিদের তালিকা

মৌলিক তথ্য

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত ঘটনাসমূহের[24] চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আমরা সর্বমোট ১০৪৬ তুর্কি ধর্মীয় ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করেছি যাদের ২০১৪ সাল থেকে ক্যাম্পে আটক

[23] পূর্ব তুকিস্তানে বিধিবহির্ভূত আটকের ঘটনাসমূহের বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Uyghur Human Rights Project, "The Mass Internment of Uyghurs: 'We want to be respected as humans. Is it too much to ask?" August 23, 2018, https://uhrp.org/report/mass-internmentuyghurs-we-want-be-respected-humans-it-too-much-ask-html/.

[24] দেখুন Notes on compilation of data on page 28 for information on data sources.

করা হয়েছে অথবা করাবন্দীর শিকার হয়েছেন।[25] তাদের মধ্যে খুবই স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে যারা এখনো গৃহবন্দী অথবা আটকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এসব ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ৮৫০ জন ইমাম, ১২২ জন মোল্লা, ২০ জন মুয়াযযিন (যারা মসজিদে নামাযের জন্য আযান দিয়ে থাকেন), ৩৩ জন তালিব এবং আরও বিভিন্ন পেশার লোকজন যারা সম্ভবত পূর্বের ইমামের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নিয়েছেন।

Page 23: case study 1 (text in the box only)

কেস স্টাডি ১ : আবিদিন আইয়ূপ

[25] ১৯৯৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত অতিরিক্ত আরও ৩০টি কেসও সংযুক্ত করা হয়েছে; এতে সর্বমোট কেস সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৪৬টি। গবেষণায় দেখা যায়, এর মধ্যে বেশিরভাগই (৬০১ এর মধ্যে ৫৭১টি) ২০১৪ সালে অথবা এর পরে আটক হয়েছেন।

আবিদিন আইয়ূপ একজন সম্মানিত ধর্মীয় নেতা এবং কাইরাক মসজিদ, আতুস-এর প্রাক্তন ইমাম, যেখানে তিনি ত্রিশ বছর ধরে কর্মরত ছিলেন। তিনি জিংযিয়াং ইসলামিক ইন্সটিটিউটে প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন—বিশ বছর আগে সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার বয়স প্রায় নব্বই বছর।[26]

প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায়, তিনি জানুয়ারী এবং এপ্রিল ২০১৭ সালের দিকে ক্যাম্পে আটক ছিলেন। আদালতের ডকুমেন্টে তাকে এভাবে চিহ্নিত করা হয় : 'চরম ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার উত্তরাধিকারী' এবং 'শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি'। সকরকারি ভাষ্যমতে, তাকে তার ধর্মীয় চেতনার কারণেই আটক করা হয়। আদালতের রায়ে এ কথাও জানা যায় যে, মে ২০১৭ থেকে তার স্বাস্থ্যও দুর্বল হয়ে পড়েছিল।[27]

জিংযিয়াং ভিকটিম ডাটাবেসের তথ্যমতে, ধারণা করা হয়, তাকে কিজিলসুতে আটক করে রাখা হয়।

Page 25: case study 2 (text in the box only)

কেস স্টাডি ২ : আবলাযান বেকরি

[26] রেডিও ফ্রি এশিয়া, 'এটি নিশ্চিত যে, নব্বই বছর বয়স্ক উইঘুর ইমামকে জিংযিয়াং-এ আটক করা হয়েছে; তবে তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি,' রেডিও ফ্রি এশিয়া, জানুয়ারী ২২, ২০২০।
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/imam- 01222020130927.html.

[27] **新疆**维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院刑 **事 裁 定** 书 [Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture Intermediate People's Court Criminal ruling), July 1, 2019, archived at https://archive.fo/mNrdp.

আবলাযান বেকরি ছিলেন কারাকাশ গ্রান্ড মসজিদের খতীব (জুমুআর নামাযের ইমাম)। কারাকাশ কান্ট্রি পলিটিক্যাল কনসালটিভ কনফারেন্স-এর ডেপুটি চেয়াম্যান, হোটান প্রিফেকচার ইসলামিক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং কারাকাশ কান্ট্রি ইসলামিক কমিটির প্রেসিডেন্ট-সহ তিনি সরকারী অনেক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[28]

তাকে ২০১৭ সালে আটক করা হয় এবং আইন অমান্য করার দায়ে তাকে পঁচিশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা সুনির্দিষ্ট চার্জ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়া কারাকাশ ডকুমেন্ট থেকে জানা যায়, যেখানে অন্যান্য ভিকটিমের সঙ্গে তার নাম সতেরো বার উল্লেখ করা হয়েছে—যাদের অনেকেই তার ছাত্র এবং তাদের তার সম্পর্কের কারণেই বন্দী করা হয়েছিল।[29]

জিংযিয়াং ভিকটিম ডাটাবেসের তথ্যমতে, ধারণা করা হয়, তাকে উরুমচিতে আটক করে রাখা হয়।

Page 27: case study 3 (text in the box only)

কেস স্টাডি ৩ : আহমেত মেটনিয়ায

[28] Xinjiang Victims Database, Entry 10155: shahit.biz/eng/viewentry.php? entryno=10155.

[29] দেখুন Uyghur Human Rights Project, *"Ideological Transformation: Records of mass detention from Qaraqash,"* Hotan, February 2020, https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_QaraqashDocument.pdf

আহমেত মেটনিয়ায আকসু শহরের বড় মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি উইঘুর ধর্মীয় পণ্ডিত হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। একসময় আকসু ইসলামিক রিলিজিয়াস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন।

২০১৫ সালে আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক তিনি 'ধর্মীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতীক' পুরস্কারে ভূষিত হন। সরকারি গণমাধ্যমে প্রতিনিয়তই ধর্মবিষয়ে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হতো।[30] ৩০ নভেম্বর ২০১৬ সালে রিজিওনাল পার্টি সেক্রেটারি, চেন গুআংগো, নব্বই জন ধর্মীয় পণ্ডিতকে বরণ করে নেয়। তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। তিনি সেখানে আরও আটজন পণ্ডিত ও ইমামের সঙ্গে বক্তব্যও প্রদান করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তাকে ২০১৭ সালের শুরুতে ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয় এবং একই বছরের শেষ দিকে অজ্ঞাত চার্জে তাকে পঁচিশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[31]

Page 28: caption of the photo only

[30] দেখুন 新疆各地穆斯林群众正在安度祥和斋月 (Muslims all over Xinjiang are enjoying peaceful Ramadan) (July 15, 2015), archived at
https://archive.vn/D4WqM#selection-249.0-262.0. 59

[31] Xinjiang Victims Database, Entry 9035:
https://shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=9005.

আহমেত মেটনিয়ায (বামে) রিজিওনাল পার্টি সেক্রেটারি, চেন গুআংগো (ডানে), এর সঙ্গে ৩০ নভেম্বর ২০১৬ সালে 'ইসলামী -দেশপ্রেমী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব' নামে একটি সিম্পোজিয়ামে ছবির জন্য পোজ দেন। স্ক্রিনশট : XJTV